উপবিধি

(সিবিআরএমপি এর ঋণ সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

প্রথম সংস্করন

সংগঠনের নাম ঃ ....পুরুষ/মহিলা ঋণ সংগঠন।

ঠিকানাঃ গ্রামঃ .... **ইউনিয়নঃ...**
উপজেলাঃ .... **জেলাঃ** সুনামগঞ্জ।

পূর্বকথা

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর সুনামগঞ্জ কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প ইফাদ এর আর্থিক সহায়তায় সুনামগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। স্থানীয় দরিদ্র, ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষীদের সংগঠিত করে নারী পুরুষ উভয়ের সম্পদ বৃদ্ধি এবং দারিদ্র বিমোচন এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। সংগঠন তৈরী ও উন্নয়ণ, শ্রমনির্ভর ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ণ, মৎস্য উন্নয়ণ, পশুসম্পদ উন্নয়ণ এবং ক্ষুদ্রঋণ এই পাঁচটি কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এসকল উন্নয়ণ কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য প্রকল্পটি লক্ষ্যভূক্ত পরিবারের সদস্যদের সমন্বয়ে ঋণসংগঠন গঠন করে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে আসছে।

দরিদ্র নারী পুরুষের স্থায়িত্বশীল স্বপরিচালিত সংগঠন গড়ে তুলতে সহায়তা করা এই প্রকল্পের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। এ যাবত ১১৮২টি নারী এবং ৬২২টি পুরুষ সংগঠন এই প্রকল্পের অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে যা এলাকার জনগনের সুপ্তপ্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এই প্রকল্পটি ২০১৪ সালের মধ্যে এলাকার প্রতিটি সংগঠনকে স্বপরিচালিত/স্বনির্ভর সংগঠনে রুপান্তরিত করে স্থানীয় সম্পদে জনগণের নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে তাদের জীবনমান উন্নয়ণে সহায়তা করতে সচেষ্ট।

যে কোন সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এর কোন বিকল্প নেই। কিন্তু এই প্রকল্পের আওতায় সংগঠিত সংগঠনসমূহের পক্ষে এই মূহুর্তে নিজেদের উদ্যোগে দক্ষতার সাথে ব্যবস্থাপনা চালিয়ে যাওয়া সহজসাধ্য নয়। আবার শুরু থেকে ব্যবস্থাপনা দূর্বল বা ত্রুটিপূর্ণ হলে সংগঠনের কার্যক্রম বৃদ্ধির সাথে সাথে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে যা সংগঠনকে দুর্বল করে দেয়। তাই, এই প্রকল্পের আওতাভূক্ত সকল সংগঠনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার লক্ষ্যে এই উপবিধিটি প্রণীত হয়েছে। আমরা মনে করি, এই উপবিধিটি সংগঠনসমূহের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ যা নিয়মিত চর্চা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যতে আরো সমৃদ্ধ হবে। আমরা আশাবাদী যে, এই উপবিধিটি সংগঠনগুলির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

(সেখ মোহাম্মদ মহসিন)
প্রকল্প পরিচালক

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

ধারা	পৃষ্টা নং
ধারা ঃ ১. সংগঠনের নাম	৫
ধারা ঃ ২. ঠিকানা	৫
ধারা ঃ ৩. কর্মএলাকা	৫
ধারা ঃ ৪. মূলনীতি	৫
ধারা ঃ ৫. উদ্দেশ্য	৫
ধারা ঃ ৬. কার্যক্রম	৬
ধারা ঃ ৭. ঋণ সংগঠনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	৭
ধারা ঃ ৮. সদস্যপদ লাভের পদ্ধতি	৭
ধারা ঃ ৯. সদস্যের মনোনীত প্রতিনিধি	৭
ধারা ঃ ১০. সদস্যপদ ত্যাগ করার পদ্ধতি	৭
ধারা ঃ ১১. কমিটি নির্বাচন প্রক্রিয়া	৮
ধারা ঃ ১২. ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্যতা	৯
ধারা ঃ ১৩. সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা	৯
ধারা ঃ ১৪. প্রকল্প ঋণ প্রাপ্তি ও তার শর্তাবলী	৯
ধারা ঃ ১৫. সংগঠনের তহবিল ব্যবস্থাপনা	১০
ধারা ঃ ১৬. শৃংখলা	১০
ধারা ঃ ১৭. সভা	১০
ধারা ঃ ১৮. ঋণ সংগঠনের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য	১১
ধারা ঃ ১৯. ঋণ সংগঠনের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১২
ধারা ঃ ২০. আর্থিক ব্যবস্থাপনা	১২
ধারা ঃ ২১. সংগঠনের গ্র্যাজুয়েশণ	১৩
ধারা ঃ ২২ উপবিধি সংশোধন পদ্ধতি	১৩
ধারা ঃ ২৩ সংগঠনের বিলোপ সাধন	১৩

পরিভাষা

প্রকল্প	ঃ	ওঋঅউ অর্থায়নে পরিচালিত সুনামগঞ্জ কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।
সিও	ঃ	ক্রেডিট অর্গানাইজেশন
অভীষ্ঠ	ঃ	নির্দিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা, বয়স ১৮ থেকে ৫৫ বছর এবং যাদের ২.৫ একরের উপর জমি নেই।
গ্র্যাজুয়েশন	ঃ	সংগঠন থেকে প্রকল্পের সহযোগীতা সমন্বয় ও প্রত্যাহার
এসএমএস(এসই)	ঃ	বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ (আর্থ-সামাজিক) ***Dcwewa-03***
এসও	ঃ	সোস্যাল অর্গানাইজার
কোরাম	ঃ	সভায় মোট সদস্যদের তিন চতুর্থাংশের অংশগ্রহনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
বিকেবি	ঃ	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

ধারা ঃ ১. সংগঠনের নামঃ ....

ধারা ঃ ২. ঠিকানাঃ ....

ধারা ঃ ৩. কর্মএলাকা ঃ পূর্বেঃ ....পশ্চিমে ঃ ....

উত্তরেঃ .... দক্ষিণেঃ ....

ধারা-৪ মুলনীতিঃ

৪.১ অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠী নিয়ে সংগঠন তৈরী।

৪.২ নিয়মিত সাংগঠনিক সঞ্চয় জমা করার মাধ্যমে পুঁজি গঠন।

৪.৩ প্রশিক্ষন প্রদান/গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি।

৪.৪ ঋণ প্রদান/গ্রহণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি ও কর্ম সংস্থান সৃষ্টি।

৪.৫ স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

ধারাঃ ৫ উদ্দেশ্য ঃ

৫.১ অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করে সংগঠন সৃষ্টির মাধ্যমে সদস্যদের সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সংগঠিত ও উৎসাহিত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

৫.২ স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধি করা।

৫.৩ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংগঠনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও গতিশীল নেতৃত্ব/ সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি করে সৎ ও একনিষ্ঠ সদস্য তৈরী করা।

৫.৪ সদস্যদের নিয়মিত সঞ্চয় করার জন্য উৎসাহিত করা এবং মূলধন সৃষ্টি করা।

৫.৫ আয়ের পথ সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণ প্রাপ্তিতে সহযোগীতা করা ও ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে সময়মত ঋণ পরিশোধ নিশ্চিত করা।

৫.৬ দলের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা যেমন সংগঠনের নেতা নির্বাচন, যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহন, যৌথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করন ইত্যাদি।

৫.৭ ঋণের টাকা ব্যবহারের মাধ্যমে নারীদের সম্পদ বৃদ্ধি করা।

৫.৮ প্রাকৃতিক সম্পদ প্রবেশাধীকারে নারীদের সম্পৃক্ত করা ও প্রয়োজনীয় সহায়তা করা।

৫.৯ স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থায়ীত্বশীল তৃণমূল সংগঠন তৈরী করা।

৫.১০ সরকারী ও বেসরকারী সেবা প্রদানকারী সংস্থার সাথে ফলপ্রসূ যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করা।

ধারা ৬- কার্যক্রমঃ

সংগঠনের সাংগঠনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে সংগঠনের সুশাসন, ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, যথার্থতা ও স্থায়িত্বশীলতা, সেবা প্রদান, বাহ্যিক সম্পর্ক ও সাংগঠনিক সংস্কৃতি গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা রাখে। উক্ত বিষয়গুলো সংগঠনে চর্চার নিমিত্তে নিবে উল্লেখ করা হলো ঃ

৬.১ সুশাসনঃ

৬.১.১ সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সদস্যদের অবহিত করা

৬.১.২ সাপ্তাহিক সভায় উপবিধির বিষয় নিয়ে আলোচনা করা

৬.১.৩ উপবিধি সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা

৬.১.৪ সংগঠনের সদস্যদের বৈশিষ্ট্য, সদস্য ভর্তি ও বাতিল পদ্ধতি সম্পর্কে জানানো

৬.১.৫ সদস্য বাতিলের বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে অবগত করা

৬.১.৬ সচেতনতাবৃদ্ধি ও উন্নয়ণ বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষনে সদস্যদের অংশগ্রহণ

৬.১.৭ উপযুক্ত নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ

৬.১.৮ নেতৃত্ব পরিবর্তনের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করণ

৬.১.৯ নির্দিষ্ট সময়ে নেতৃত্ব পরিবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ

৬.১.১০ দ্বন্দ্ব নিরসনের কৌশল সম্পর্কে অবহিতকরণ

৬.১.১১ সাপ্তাহিক মিটিং এ নিয়মিত ও সময়মত উপস্থিত হওয়ার গুরুত্ব অবহিত করণ

৬.১.১২ একটি স্বনির্ভর ও স্থায়ীত্বশীল সংগঠন তৈরীর লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন
৬.১.১৩ যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা প্রণয়ণ
৬.১.১৪ বিভিন্ন কমিটি (যেমন আইএমসি,পিআইসি, লেন্থ পারসোন)' এর ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করণ
৬.১.১৫ প্রকল্পের সকল কাজে অংশগ্রহণ ও সহযোগীতা করা
৬.১.১৬ সংগঠনের আইনগত ভিত্তির বিষয়টি অবগত করানো
৬.১.১৭ সংগঠন রেজিষ্ট্রেশন করার প্রয়োজনীয়তা অবগত করানো
৬.১.১৮ সংগঠনের সভাপতি, ম্যানেজার ও সদস্যদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে জানানো
৬.১.১৯ সংগঠনে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত নিয়মিত রেজুলেশনে লেখার (হালনাগাদ) গুরুত্ব অবগত করানো
৬.১.২০ সংগঠনের যাবতীয় খাতাপত্র নিয়মিত হালনাগাদ রাখার গুরুত্ব জানানো
৬.১.২১ অন্যান্য সংগঠনের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করার গুরুত্ব অবহিতকরণ
৬.১.২২ সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমুহের সাথে যোগাযোগ স্থাপন
৬.১.২৩ ইউনিয়ন ভিত্তিক ত্রৈমাসিক সভায় সিও সভাপতি ম্যানেজারের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করন
৬.১.২৪ গ্র্যাজুয়েট সংগঠনে রূপান্তরিত হওয়ার লক্ষ্যে পরিকল্পনা মোতাবেক সুষ্ঠুভাবে সংগঠনের কাজ বাস্তবায়ন

৬.২ **ব্যবস্থাপনাঃ**

৬.২.১ কার্যকর সাংগঠনিক কাঠামো
৬.২.২ লিখিত সাংগঠনিক বার্ষিক পরিকল্পনা
৬.২.৩ মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন পদ্ধতি
৬.২.৪ সংগঠনের লেনদেন ও কর্মদক্ষতা
৬.২.৫ সংগঠনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি
৬.২.৬ সংগঠনের ঝুকি ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনার কৌশল
৬.২.৭ সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক দক্ষতা

৬.৩ **আর্থিক ব্যবস্থাপনা , যথার্থতা ও স্থায়িত্বশীলতাঃ**

৬.৩.১ সংগঠনের আর্থিক লেনদেনের পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করণ
৬.৩.২ সংগঠনের আর্থিক লেনদেন স্বচ্ছ রাখার প্রয়োজনীয়তা
৬.৩.৩ নিয়মিত সঞ্চয় প্রদান ও মূলধন সৃষ্টি
৬.৩.৪ সংগঠনের তহবিল গঠনের বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে অবহিত করন
৬.৩.৫ সংগঠনের নিজস্ব তহবিল গঠনের প্রয়োজনীয়তা
৬.৩.৬ যথাসময়ে সঞ্চয় ও প্রকল্প ঋণ গ্রহণ এবং তা নিয়মিতভাবে পরিশোধ করা
৬.৩.৭ ঋনের টাকার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা
৬.৩.৮ লভ্যাংশ নির্দিষ্ট হারে বিতরণ নিশ্চিত করা
৬.৩.৯ আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা
৬.৩.১০ সংগঠনের নিয়মিত অডিট হওয়া এবং অডিটের গুরুত্ব
৬.৩.১১ সংগঠনের নেতৃত্বের আর্থিক বিশ্লেষন ও ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব
৬.৩.১২ সংগঠনটি আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হওয়ার প্রয়োজনীয়তা
৬.৩.১৩ সংগঠনটি আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য বার্ষিক পরিকল্পনার গুরুত্ব

৬.৪ **সেবা প্রদানঃ**

৬.৪.১ আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিকভাবে সংগঠনটি কারিগরী সেবা প্রদান ও পাওয়ার সক্ষমতা অর্জন
৬.৪.২ সদস্যদের চাহিদামত সেবা নিরূপন ও প্রদান

৬.৫ **অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সর্ম্পকঃ**

৬.৫.১ অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সাথে সংগঠনের সম্পর্ক স্থাপন
৬.৫.২ সংগঠনটির স্থানীয় সরকার পরিষদে অংশগ্রহন বা প্রতিনিধিত্ব
৬.৫.৩ স্থানীয় সম্পদে প্রবেশাধিকার
৬.৫.৪ বাহিরের হস্তক্ষেপ থেকে/যে কোন বৈরি প্রভাব থেকে সংগঠনটিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রনে রাখা

সাংগঠনিক সংস্কৃতিঃ

৬.৬.১ জাতীয় বা আর্ন্তজাতিক দিবস পালন (প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, নারী দিবস, জাতীয় টিকা দিবস ইত্যাদি)

৬.৬.২ সংগঠনের সদস্যদের মাঝে স্বেচ্ছায় কাজ করার মানসিকতা তৈরী হওয়া

৬.৬.৩ সংগঠনের সুনাম ও ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করা

৬.৬.৪ সংগঠনের সদস্যদের অবদান ও সহায়তার স্বীকৃতি দেয়া

ধারা-৭ ঋণ সংগঠনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোঃ

৭.১। সংগঠনের বৈশিষ্ট্যঃ

সিও'র (ক্রেডিট অর্গানাইজেশন) সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা হবে ৩০ জন পুরুষ/মহিলা। সদস্যদের মধ্য হতে সংগঠনের সভাপতি ও ম্যানেজার নির্বাচিত হবেন যারা সংগঠন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন। নেতৃত্ব পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তর সংগঠনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতিকে সহযোগিতা করার জন্য একজন সহকারী সভাপতি ও ম্যানেজারকে সহযোগীতা করার জন্য একজন সহকারী ম্যানেজার নির্বাচিত হবেন। এছাড়াও ঋণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি ঋণ কমিটি থাকবে যার সদস্যরা হবেন সংগঠনের সভাপতি, ম্যানেজার, সহকারী ম্যানেজার ও দুই জন সংগঠনের সদস্য। এ ছাড়া সংগঠনের কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে ৩/৫ সদস্যের অস্থায়ী কমিটি গঠন করা যাবে।

৭. ২। ঋণ সংগঠনের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ঃ

৭.২.১ নির্দিষ্ট এলাকায়/পাড়া/গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

৭.২.২ সংগঠনের নিয়ম কানুন/উপবিধি মেনে চলতে হবে এবং সংগঠনের প্রতি অনুগত থাকতে হবে।

৭.২.৩ সংগঠনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত হারে সাপ্তাহিক সভায় নিয়মিতভাবে সঞ্চয় জমা করতে হবে।

৭.২.৪ বয়স কম পক্ষে ১৮ বছর এবং সর্বোচ্চ ৫৫ বছর হতে হবে।

৭.২.৫ শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ এবং কর্মক্ষম হতে হবে।

৭.২.৬ সদস্য পরিবারের নিজস্ব জমির পরিমান ২.৫ একরের বেশী হওয়া চলবে না।

৭.২.৭ সিবিআরএমপি'র নীতিমালার প্রতি সম্মানবোধ থাকবে এবং মেনে চলবে।

৭.২.৮ আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত নন।

৭.২.৯ নারী পুরুষের সমতায় বিশ্বাসী।

৭.২.১০ একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তি সদস্য হতে পারবে না।

ধারা-৮ সদস্য পদ লাভের পদ্ধতি ঃ

সদস্য পদ লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে সংগঠনের সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিত হয়ে তার ইচ্ছার কথা সভায় লিখিত/মৌখিক জানাতে হবে। পরবর্তী সাপ্তাহিক সভায় এ আবেদন গ্রহন করা বা প্রত্যাখান করার সিদ্ধান্ত নেয়া হবে এবং সভায় কার্য বিবরনীতে তা সিদ্ধান্ত আকারে লিখিত থাকবে।

ধারা-৯ সদস্যের মনোনীত প্রতিনিধি ঃ

৯.১. কোন সদস্য তার বৈধ উত্তরাধিকারী হিসাবে যে কোন ব্যক্তিকে সঞ্চয় রেজিষ্টারের নির্ধারিত ছকে মনোনীত করতে পারবেন যা তার মৃত্যুর পর কার্যকর হবে।

৯.২. সদস্যদের নাম ও মনোনীত উত্তরাধিকারী ব্যক্তিদের তালিকা সংগঠনে সংরক্ষন করতে হবে।

৯.৩. সদস্যদের কোন মনোনীত ব্যক্তির যদি মৃত্যু হয় (অথবা পরিবর্তন করতে হয়) তাহলে সংগঠনের সাপ্তাহিক সভায় তা জানাতে হবে এবং সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ থাকতে হবে।

ধারা-১০ সদস্যপদ ত্যাগ করার পদ্ধতি ঃ

কোন সদস্য স্বেচ্ছায় দল থেকে চলে যেতে চাইলে তাকে কমপক্ষে একমাস আগে নিয়মিত সংগঠনের সভায় জানাতে হবে। বিয়ষয়টি জানাবার পর সংগঠন তার যাবতীয় দেনা পাওনা সঞ্চয় এবং অন্যান্য আর্থিক বিষয় পর্যালোচনা করবে। সিদ্ধান্ত রেজুলেশন বহিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১০.১ সদস্যপদ বিলোপ সাধন/অবসান ঃ

নিম্নলিখিত কারনে সংগঠন যে কোন সদস্যের পদ বাতিল করতে পারবে। তবে বিষয়টি যথাযথভাবে সংগঠনের সভায় আলোচনার পর সিদ্ধান্ত আকারে লিপিবদ্ধ হতে হবে।

১০.১.১ কোন রকম যৌক্তিক কারন ছাড়া পর পর ৪টি সাপ্তাহিক সভায় নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলে এবং সঞ্চয় প্রদান না করলে।

১০.১.২ সংগঠনের স্বার্থবিরোধী অথবা সুনাম ক্ষুন্ন হয় এধরনের কোন কাজে লিপ্ত হলে বা এমন প্রমানীত হলে।

১০.১.৩ নারী নির্যাতন/পারিবারিক সহিংসতার কোন বিষয় প্রমানীত হলে।

ধারা-১১ কমিটি নির্বাচন প্রক্রিয়াঃ

১১.১ সংগঠনের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে একটি নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে।

১১.২ সংগঠন গঠনের শুরুতেই ৪ জনের সমন্বয়ে একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি তৈরী করতে হবে আর তা হলোঃ সভাপতি-১ জন,সহ-সভাপতি ১জন, ম্যানেজার ১ জন এবং সহকারী ম্যানেজার ১জন।

১১.৩. সংগঠনের নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচিত হবে এবং নির্বাচিত কমিটির মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ দুই বছর।

১১.৪. বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার এক মাস আগেই সাপ্তাহিক সভা/বিশেষ সভার আহবান পূর্বক ভোটের মাধ্যমে নতুন কমিটি নির্বাচন করতে হবে।

১১.৫. যে সকল সংগঠনে কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তার বৈশিষ্ট হবেঃ-

- সংগঠনের বয়স কমপক্ষে দু'বছর/এক বছর অতিক্রান্ত হতে হবে।
- সংগঠন কর্তৃক নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হবে এবং সংগঠনের সাপ্তাহিক সভায় তা অনুমোদিত হতে হবে।
- দু'বছরের মধ্যে পূর্নাঙ্গ কমিটি পরিবর্তন করা হয়নি।
- সংগঠনের চলতি কমিটির বয়স দু'বছর পূর্ণ হতে মাত্র দু মাস বাকী।

১১.৬. সংশ্লিষ্ট উপজেলার এসএমএস(এসই)/স্যোসাল অর্গানাইজার নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন এবং নিরপেক্ষভাবে নির্বাচনের সার্বিক তত্বাবধান করবেন।

১১.৭. নির্বাচন পরিচালনা কমিটি হবে ৪ জনের। প্রকল্প প্রতিনিধি এসএমএস(এসই)/এসও সংশ্লিষ্ট সিডিএফ এবং যে সংগঠনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেই সংগঠনের পার্শ্ববতী গ্রাম/ইউনিয়নে সিবিআরএমপির অন্য কোন সংগঠনের সভাপতি/ম্যানেজার ০২ জন। তন্মধ্যে ০১ জন অবশ্যই নারী হতে হবে।

১১.৮. সংগঠনের সদস্যরা সংগঠনের জন্য সভাপতি, সহ-সভাপতি, ম্যানেজার, সহকারী ম্যানেজার নির্বাচিত করবেন।

১১.৯. সাধারনত একই ব্যক্তি একই পদে পরপর দু'বার নির্বাচিত হলে তিনি পরবর্তীবার অর্থাৎ ৩য় বার নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না

১১.১০. সংগঠনের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নিম্ন বর্ণিত যে কোন একটি পদ্ধতি অনুসরন করা যেতে পারে যথাঃ

ক) সমঝোতা ও মতামত গ্রহনের মাধ্যমে নির্বাচন করা।

খ) সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সরাসরি সমর্থন (সকল সদস্য ও প্রার্থী চোখ বন্ধ করে প্রতিটি প্রার্থীর জন্য হাত উত্তোলনের মাধ্যমে) নির্বাচন করা।

গ) প্রত্যক্ষ গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন করা।

১১.১১. নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পরবর্তী ১০ দিনের মধ্যে নব-নির্বাচিত কার্যকরী কমিটি সংগঠনের সভায়/বিশেষ সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহনের মাধ্যমে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

ধারা-১২ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্যতাঃ

১২.১. সৎ, স্বেচ্ছাশ্রম দেয়ার মানসিকতা ও সংগঠনের জন্য নিবেদিত হতে হবে।
১২.২. সদস্যদের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং সংগঠনকে নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে।
১২.৩. স্থানীয়ভাবে শ্রদ্ধাভাজন হতে হবে।
১২.৪. নির্ধারিত দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত দক্ষতা এবং নূন্যতম শিক্ষা থাকতে হবে।

ধারা -১৩ সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা

১৩.১ সঞ্চয় আদায় ও সংরক্ষন ঃ

১৩.১.১ প্রত্যেক সদস্য সাপ্তাহিক সভায় কমপক্ষে ৫/- টাকা সঞ্চয় জমা দেবে।
১৩.১.২ প্রত্যেক সদস্যের একটি ব্যক্তিগত পাশবহি থাকবে যাতে সদস্যের নিয়মিতভাবে প্রদত্ত সঞ্চয় লিপিবদ্ধ করবে এবং তা হালনাগাদ রাখতে হবে।
১৩.১.৩ সংগঠনের নামের বিপরীতে সংগঠনের নিকটবতী কোন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের/গ্রামীণ ব্যাংকের শাখায় একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে এবং সংগঠনের সকল সঞ্চয় ঐ হিসাবে জমা করতে হবে।
১৩.১.৪ সংগঠনের সভাপতি ও ম্যানেজারের যৌথ স্বাক্ষরে উক্ত হিসাবটি পরিচালিত হবে।
১৩.১.৫ সদস্যদের নিকট থেকে সঞ্চয় আদায় ও সঞ্চয় ব্যাংকে জমাদানের বিষয়টি ম্যানেজার নিশ্চিত করবেন এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি/হিসাবাদি সংগঠনের রেজিষ্টার সমূহে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করবেন।

১৩.২ সদস্যদের সঞ্চয় উত্তোলন ঃ

সঞ্চয় উত্তোলনের জন্য সদস্যদেরকে নিম্নবর্ণিত নিয়ম কানুন সমূহ প্রতিপালন করতে হবেঃ

১৩.২.১ সাপ্তাহিক সভায় সঞ্চয় উত্তোলনের বিষয়টি জানাতে হবে এবং সঞ্চয় উত্তোলনের বিষয়টির গৃহীত সিদ্ধান্ত সভার কার্যবিবরনীতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
১৩.২.২ সঞ্চয়কে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে ব্যবহার করতে হবে।
১৩.২.৩ যদি সংগঠনভিত্তিক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য ঋণ গ্রহন করা হয় তবে সার্ভিস চার্জসহ সমূদয় ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সঞ্চয় উত্তোলন করতে পারবে না।

১৩.৩ সঞ্চয় ঋণ ব্যবস্থাপনাঃ

১৩.৩.১ ঋণ প্রাপ্তির সংগঠনকে সিবিআরএমপি-এর ঋণ নীতিমালায় বর্ণিত সকল শর্ত ও যোগ্যতা পূরণ করতে হবে।

ধারা-১৪ প্রকল্প ঋণ প্রাপ্তি ও তার শর্তাবলী

১৪.১ ঋণ সংগঠনের সাপ্তাহিক সভা নিয়মিতভাবে হবে এবং অনুষ্ঠিত সভার কমপক্ষে ৯০% কার্যক্রম লিপিবদ্ধ থাকতে হবে।
১৪.২ সদস্যের নিজস্ব/বর্গা/ইজারা জমির পরিমান হবে সর্বোচ্চ ২.৫ একর।
১৪.৩ ঋণ সংগঠনের বয়স কমপক্ষে ৪ (চার) মাস হতে হবে।
১৪.৪ ঋণ সংগঠনের নির্ধারিত সময়ের সাপ্তাহিক সভায় ৯০% সদস্যকে নিয়মিত উপস্থিত থাকতে হবে।
১৪.৫ ঋণ সংগঠনের সকল সদস্যকে সঞ্চয়ী তহবিলে নিয়মিত ১০০% সঞ্চয় জমা দিতে হবে।
১৪.৬ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহনের সময় ঋণ সংগঠনের সঞ্চয় তহবিলে আনুপাতিক হারে সঞ্চয় জমা থাকতে হবে।
১৪.৭ সংগঠনের সাপ্তাহিক সভায় আলোচনা সাপেক্ষে ঋণ প্রস্তাবনা গৃহীত হবে এবং তা রেজুলেশনে লিপিবদ্ধ থাকবে।
১৪.৮ সংগঠনে পূর্বের কোন অনাদায়ী মেয়াদ উত্তীর্ণ খেলাপী ঋণ থাকলে তা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত সংগঠনটি পুনরায় নতুন ঋণ পাবার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে না।
১৪.৯ ঋণ সংক্রান্ত অন্যান্য সকল বিষয়ে সংগঠনকে সিবিআরএমপি-এর ঋণ নীতিমালায় বর্ণিত সকল শর্ত প্রতিপালন করতে হবে।

ধারা-১৫ সংগঠনের তহবিল ব্যবস্থাপনাঃ

১৫.১. সংগঠনের তহবিল গঠন

১৫.১ সংগঠনের সদদ্যের ভর্তি ফি ।

১৫.২ সদস্যদের সাপ্তাহিক নিয়মিত সঞ্চয় কমপক্ষে ৫/- টাকা।

১৫.৩ নিজস্ব তহবিল (সঞ্চয়) বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ/আয়।

১৫.৪ সিবিআরএমপি/ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ হতে প্রাপ্ত আয়।

১৫.৫ যৌথ আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী হতে প্রাপ্ত লাভ।

১৫.৬ উন্নয়ন কর্মকান্ড থেকে গৃহীত লভ্যাংশ

১৫.৭ অন্যান্য আয়।

ধারা-১৫.২ সংগঠনের তহবিলের ব্যবহার ঃ

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সংগঠনের তহবিল ব্যবহার করা যাবেঃ

১৫.২.১ সংগঠনের খাতাপত্র বা সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কেনার জন্য।

১৫.২.২ সংগঠনের অভাবগ্রস্থ সদস্যকে জরুরী/আপদকালীন সময়ে/পারিবারিক প্রয়োজনে (বাড়ী পুড়ে যাওয়া/পরিবারের সদস্যের মৃত্যু/ বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতি/শিক্ষা/চিকিৎসা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান) ঋণ/সাহায্য প্রদান করার জন্য।

১৫.২.৩ কোন দলীয় আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ।

১৫.২.৪ কোন সদস্য সংগঠন থেকে পদত্যাগ করলে।

১৫.২.৫ সংগঠনভিত্তিক কোন যৌথ উৎপাদনমুখী কাজ বাস্তায়নের লক্ষ্যে।

ধারাঃ ১৬ শৃংঙ্খলাঃ

যদি কোন সংগঠন উপবিধির ধারা-১০.১ অনুসারে সংগঠনের মূল নীতি, আদর্শ ও লক্ষ্য বিরোধী কাজ করেন বা কোন সমাজ বিঘ্নিত্ব কাজে লিপ্ত হন বা সংগঠনের উপবিধি লংঘন করেন বা লংঘন করতে চেষ্টা করেন তাহলে সংগঠনের তিন চতুর্থাংশ সদস্যের ভোটে তাকে সংগঠন থেকে বহিস্কার করতে পারবে অথবা অপরাধের ধরন অনুসারে অর্থদন্ড অথবা সংগঠনের নীতি বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে। তবে কোন সদস্যকে অর্থ দন্ডের শাস্তি প্রদান বা বহিষ্কার অথবা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে হলে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে যা'র সিদ্ধান্ত সংগঠনে রেকর্ডভুক্ত করতে হবে। যদি কোন সদস্য সংগঠন থেকে বহিস্কৃত হন তবে তিনি লিখিত ভাবে বিষয়টি পুনঃ তদন্তের জন্য সভাপতির বরাবরে লিখিত (ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত) আবেদন করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে সভাপতি বিষয়টি পুনরায় তদন্ত করবেন এবং সংগঠনের সাপ্তাহিক সভায় তা উপস্থাপন ও আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন।

ধারাঃ ১৭ সভাঃ

১৭.১ সংগঠনের সভা ও তার গুরুত্ব ঃ

সংগঠনের সভা হচ্ছে দলের প্রাণ। হৃদপিন্ড ব্যতীত যেমন মানুষের অস্তিত্ব চিন্তাই করা যায় না (প্রাণ হীণ) তেমনি সংগঠনের সভা ব্যতীত সংগঠনের কল্পনা অবাস্তব। সংগঠনের সভাকে একটি গুরুত্বপূর্ন প্রাতিষ্ঠানিক কাজ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। নিয়মিত সাপ্তাহিক সভা ছাড়া একটি সংগঠন কখনই প্রত্যাশিত ফলাফল বয়ে আনতে পারে না। তাই সংগঠন প্রতি সপ্তাহে নির্ধারিত দিন, সময় ও স্থানে নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক সভা অনুষ্ঠান করবে। বাস্তবতার নিরীখে ১টি সংগঠন মাসে নুন্যতম ৩টি সংক্ষিপ্ত ও ১টি বর্ধিত সভা আয়োজন করবে।

১৭.২. সংগঠনের সভা সংক্রান্ত কিছু বিবরন ঃ

১৭.২.১ সংগঠনের সভাপতি সাপ্তাহিক সভার সভাপতিত্ব করবেন তবে সংগঠন ইচ্ছা করলে প্রতিটি সাপ্তাহিক সভায় নেতৃত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে নতুন নতুন সভাপতি নির্বাচন করতে পারবে।

১৭.২.২ সংগঠনের সভা একটি নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে এবং সংগঠনের সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত স্থানে অনুষ্ঠিত হবে।

১৭.২.৩ সংগঠনের যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে সংগঠনের সভায় মোট সদস্যদের কমপক্ষে ৯০ ভাগ (যেমন মোট ৩০ জন সদস্য হলে কমপক্ষে ২৭ জনের উপস্থিতি) সদস্যের উপস্থিতি লাগবে ।

১৭.২.৪ সাপ্তাহিক সভার সিদ্ধান্ত রেজুলেশনে লিখতে হবে এবং সভায় উপস্থিত সকলকে পড়ে শোনাতে হবে।

১৭.৩ .সংগঠনের সাপ্তাহিক সভায় যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করা যাবে তা নিম্নরূপঃ

১৭.৩.১. সভার স্থান, দিন ও সময় পরিবর্তন।
১৭.৩.২. নতুন সদস্য অর্ন্তভূক্তকরন।
১৭.৩.৩. পদত্যাগপত্র গ্রহণ/সদস্য পদের অবসান।
১৭.৩.৪ সঞ্চয় আদায় অথবা সঞ্চয় উত্তোলন ও বিতরণ।
১৭.৩.৫ ঋণ প্রাপ্তির জন্য সদস্য নির্বাচন
১৭.৩.৬ ঋণের আবেদন গ্রহন ও ঋন প্রস্তাবনা তৈরী।
১৭.৩.৭ অনাদায়ী ও খেলাপী ঋণ আদায়।
১৭.৩.৮ প্রশিক্ষণের জন্য সদস্য নির্বাচন।
১৭.৩.৯ সংগঠনে উদ্ভূত সমস্যা সমাধান।
১৭.৩.১০ নেতৃত্বের পরিবর্তন।
১৭.৩.১১ পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন।
১৭.৩.১২ সম্পদের মালিকানা সৃষ্টির লক্ষ্যে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে নারীদের সম্পৃক্তকরণ।
১৭.৩.১৩ নারী অধিকার(পারিবারিক/সামাজিক)
১৭.৩.১৪ ধারা ৬-এ উল্লেখিত সংগঠনের কার্যক্রমের বিষয়ভিত্তিক আলোচনা।
১৭.৩.১৫ সাপ্তাহিক সভার জন্য রচিত অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের বিষয়ভিত্তিক আলোচনা।
১৭.৩. ১৬ অন্যান্য প্রয়োজন মাফিক বিষয়ভিত্তিক আলোচনা।

১৭.৪ কোরামঃ

সকল প্রকার সভায় মোট সদস্যদের তিন চতুর্থাংশের অংশগ্রহনের মাধ্যমে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

ধারাঃ ১৮ ঋণ সংগঠনের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

১৮.১ সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য

১৮.১.১ সভা আয়োজন করা।
১৮.১.২ সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রম তদারকী করা।
১৮.১.৩ সভাপতি প্রতিটি সংগঠনের মিটিং-এ সভাপতিত্ব করবেন এবং সভা শেষে সভাগুলোর সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।
১৮.১.৪ সাপ্তাহিক সভায় সিদ্ধান্তবলী সভাপতি অনুমোদন করবেন এবং তা কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবেন।
১৮.১.৫ সিবিআরএমপি থেকে ঋণ প্রাপ্তির ব্যাপারে সংগঠনের সদস্যদের সহযোগিতা প্রদান এবং ঋণ আদায়ের ব্যাপরে সহযোগিতা করা।
১৮.১.৬ সংগঠনের যাবতীয় খাতাপত্র হালনাগাদ রাখার ক্ষেত্রে ম্যানেজারকে সহযোগিতা করা এবং তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা।
১৮.১.৭ সাপ্তাহিক সভায় উত্তোলনকৃত সদস্যদের সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি নিয়মিতভাবে ব্যাংকে জমাকরন নিশ্চিত করা।
১৮.১.৮ ব্যাংকে রক্ষিত সংগঠনের হিসাবটি ম্যানেজারসহ যৌথভাবে পরিচালনা করা।
১৮.১.৯ সংগঠনের ঐক্য এবং সংহতি বজায় রাখার ব্যবস্থা করা।
১৮.১.১০ আলোচনায়, সিদ্ধান্ত গ্রহনে এবং কাজে অংশগ্রহনে সকল সদস্যকে উৎসাহিত করা।
১৮.১.১১ কর্মপরিকল্পনা অনুসরন নিশ্চিত করা।
১৮.১.১২ সংগঠনের নিয়মাবলী অনুসরন নিশ্চিত করা।
১৮.১.১৩ ঋণ কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করা।
১৮.১.১৪ সংগঠনের সার্বিক কর্মকান্ডের জবাবদিহিতা করা।
১৮.১.১৫ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যদের মাঝে কার্যভার ও দায়িত্ব অর্পন করা এবং তারা যাতে অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।
১৮.১.১৬ সংগঠনের সদস্যদের সহযোগিতায় ঋণ পরিকল্পনা তৈরী ও তার বাস্তাবায়ন এবং সঠিক কর্মকান্ডে ঋণের অর্থ ব্যবহার।

১৮.২ ম্যানেজারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১৮.২.১ সভার জন্য খসড়া বিষয়/সূচী তৈরী করা।

১৮.২.২ সংগঠনের যাবতীয় খাতাপত্র যেমন কার্যবিবরনী রেজিষ্টার, সঞ্চয় খতিয়ান, সাধারন খতিয়ান, ক্যাশ বহি, ব্যক্তিগত পাশ বহি, ঋণ পাশ বহি ইত্যাদি লিপিবদ্ধকরন হাল নাগাদ রাখা ও তা সংরক্ষন করা।খাতাপত্রাদি নিরীক্ষাকার্যে সহায়তা করা

১৮.২.৩ সাপ্তাহিক সভার কার্যবিবরনী লেখা এবং তা উপস্থিত সদস্যদের অবহিতকরন (উচ্চস্বরে পড়ে শুনানো)।

১৮.২.৪ সাপ্তাহিক সভায় আদায়কৃত সঞ্চয়ের টাকা ও ঋণের কিস্তি নিয়মিতভাবে ব্যাংকে জমা নিশ্চিত করা।

১৮.২.৫ সংগঠনের সদস্যদের ঋণ প্রাপ্তির বিষয়ে সহযোগিতা করা এবং সঠিক কর্মকান্ডে ঋণের ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ঋণের অর্থ আদায়ে সহযোগীতা করা।

১৮.২.৬ খরচ ও প্রাপ্তি এবং নগদে ও ব্যাংকে অর্থের পরিমান স্থিতি সম্বন্ধে সভায় সদস্যদেরকে হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে ওয়াকিবহাল রাখা।

১৮.২.৭ অর্থ গ্রহনের জন্য যথাযথ রশিদ প্রদান করা।

১৮.২.৮ ক্রয়-বিক্রয়ের এবং গৃহীত অর্থের রশিদ রাখা।

১৮.২.৯ দলীয় তহবিলের ব্যবহার দেখাশুনা করা।

১৮.২.১০ সংগঠনের কাছে প্রেরীত এবং সংগঠন থেকে প্রেরিত চিঠিপত্র অনুসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন।

ধারাঃ ১৯ ঋণ সংগঠনের সদস্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১৯.১ নিয়মিতভাবে এবং সময়মত সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিত হওয়া ও সঞ্চয় তহবিলে অর্থ জমাদান ।

১৯.২ সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিত হয়ে আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহন ও মতামত প্রদান।

১৯.৩ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা।

১৯.৪ সভাপতি বা ম্যানেজার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা।

১৯.৫ সঠিকভাবে কার্যকর সভা পরিচালনায় সহায়তা করা।

১৯.৬ সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা।

১৯.৭ সংগঠনের সকল সদস্যের সমানভাবে ভূমিকা রাখতে সহায়তা করা।

১৯.৮ ব্যক্তিগত সঞ্চয় এবং ঋণ পাশবহি সবসময় হালনাগাদ রাখা।

১৯.৯ ঋণের অর্থ সঠিক কাজে বাস্তবায়ন এবং নিয়মিতভাবে ঋণের কিস্তি জমাদান।

১৯.১০ প্রশিক্ষনার্থী বাছাই কাজে সহায়তা করা।

১৯.১১ এলাকার সম্পদ চিহ্নিতকরনে সহায়তা করা।

১৯.১২ প্রয়োজনের সময় অন্যান্য সদস্যদের সাহায্য করা।

ধারাঃ ২০. আর্থিক ব্যবস্থাপনা

২০.১ ব্যাংক হিসাব ঃ

২০.১.১ সংগঠনের ব্যাংক হিসাব তফসীলি ব্যাংকে (বিকেবি/গ্রামীণ ব্যাংক) থাকবে।

২০.১.২ একাউন্টটি পরিচালিত হবে সংগঠনের সভাপতি ও ম্যানেজারের যৌথ স্বাক্ষরে।

২০.১.৩ এই একাউন্ট হতে টাকা উত্তোলনের জন্য সংগঠন কর্তৃক অবশ্যই রেজুলেশন দিতে হবে এবং রেজুলেশনটি প্রকল্প কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

২০.১.৪ নগদে টাকা উত্তোলনের জন্য সংগঠনের ৯০% সদস্যদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।

২০.২ আভ্যন্তরীন নিরীক্ষা ঃ

২০.২.১ সংগঠনের একাউন্টটি অবশ্যই প্রকল্প/নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিরীক্ষা করতে হবে। উক্ত নিরীক্ষা বছরে একবার/দুইবার সম্পন্ন করতে হবে।

২০.২.২ সদস্যদেরকে সংগঠনের সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করানোর জন্য উৎসাহ প্রদান করতে হবে। বিশেষ করে সামাজিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে।

২০.২.৩ ভাল নিরীক্ষার জন্য সংগঠনের সদস্যদের প্রশিক্ষন দিতে হবে।

২০.২.৪ নিরীক্ষা পরবর্তী সংগঠনে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ বণ্টন করতে হবে ।

২০.২.৫ গ্র্যাজুয়েট সংগঠন সমূহকে নিরীক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে হবে।

Dcwewa-12

ধারাঃ ২১ সংগঠনের গ্র্যাজুয়েশনঃ

২১.১ প্রকল্পের নীতিমালা অনুসারে সংগঠনকে গ্র্যাজুয়েশণ করা হবে এবং প্রকল্পের সার্বিক সহায়তা সমন্বয় বা প্রত্যাহার করা হবে।

২১.২ গ্র্যাজুয়েশনের পর বিভিন্ন প্রকারের সেবা ব্যয় (যেমন-সিডিএফ এর বেতন, আভ্যন্তরীন নিরীক্ষার ব্যয়ভার, প্রশিক্ষণ ব্যয় ইত্যাদি) সংগঠনকে বহন করতে হবে।

২১.৩ গ্র্যাজুয়েশন পরবর্তী কার্যক্রম প্রকল্পের নীতিমালা অনুসারে পরিচালিত হবে।

ধারাঃ ২২ উপবিধি সংশোধন পদ্ধতিঃ

সংগঠন কর্তৃক প্রণীত এবং অনুমোদিত উপবিধির কোনরূপ সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন প্রয়োজনীয় বলে প্রতীয়মান হলে তা সাপ্তাহিক সভায় বা বিশেষ সভায় উপস্থিত সদস্যগনের ২/৩ অংশ সদস্যের অনুমোদনক্রমে গৃহীত হতে হবে।

ধারাঃ ২৩ সংগঠনের বিলোপ সাধন ঃ

সংগঠনের বিলুপ্তি অত্যাবশকীয় হলে সংগঠনের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত দলীয় সিদ্ধান্ত রেজুলেশনের কপিসহ কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সিনিয়র উপজেলা প্রকল্প ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালক বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। সংগঠনটির কোন আর্থিক দায়দেনা না থাকলে প্রকল্প পরিচালক সংগঠন বিলুপ্তির নির্দেশ দিতে পারবেন।

এই উপবিধির উপরোক্ত সকল ধারার সহিত একমত হয়ে এবং উহা মেনে চলার
অঙ্গীকার প্রদান করে নিম্নে স্বাক্ষর করলাম ঃ

ঋণ সংগঠনের নাম ঃ ....ঋণ সংগঠন।

ক্র. নং	ঋণ সংগঠনের সদস্যের নাম	স্বামী/ পিতা ও মাতার নাম	গ্রাম	স্বাক্ষর

এই উপবিধির উপরোক্ত সকল ধারার সহিত একমত হয়ে এবং উহা মেনে চলার অঙ্গীকার প্রদান করে নিম্নে স্বাক্ষর করলাম ঃ

ঋণ সংগঠনের নাম ঃ ....ঋণ সংগঠন।

ক্র. নং	ঋণ সংগঠনের সদস্যের নাম	স্বামী/ পিতা ও মাতার নাম	গ্রাম	স্বাক্ষর

সমাপ্ত